“বাংলা মহাভারতের আলোকে প্রতিশোধস্পৃহা ও তার পরিণাম”

“Bangla Mahabharater Aloke Pratisodhspriha o tar Parinam”

A Synopsis Submitted For the Registration of Ph.D

Researcher

Anamika Ghosh

(M.A, NET & SET)

Under the Supervision and Guidance of

Dr. Priya Ranjan Laha

M.A, Ph.D

(Assistant Professor)

University Dept. of Bengali

Ranchi University -834008

ভূমিকা

মহাভারত কথার অর্থ হল ভারত বংশের মহান উপাখ্যান এর মূল উপজীব্য বিষয় গৃহ বিবাদ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলী হলেও এর মধ্যে কেবল যুদ্ধের কথা, রাজনীতি, কূটনীতি নেই তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ সংক্রান্ত বিশ্বের জনজীবনের একটি আলেখ্য।

ছোটবেলা থেকেই মহাভারতের নানান কাহিনী শোনা হয়েছে, অবিচ্ছিন্নভাবে পাঠ্য তালিকাতেও একাংশ মাত্রই বা বিশেষ কোনো অংশ মাত্রই পাঠ্য হয়। পরবর্তীতে দূরদর্শনে সম্প্রসারিত হলে এ সম্পর্কে এক অদম্য আকর্ষণ অনুভূত হয় যা ধীরে ধীরে মুল মহাকাব্যকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে ও গবেষণা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এর উদ্দেশ্য হলো মূল থেকে সমস্ত সত্য উদঘাটন ও তার রস গ্রহণই শুধু নয়, সুদূর পরিনাম সমাজ সমক্ষে তুলে ধরা।

বর্তমান গবেষণা কর্মটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা হবে -

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে প্রতিশোধস্পৃহার স্বরূপ সন্ধান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা মহাকাব্যে প্রতিশোধ প্রসঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাভারত ও প্রতিশোধ প্রসঙ্গ।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাভারতীয় চরিত্র ও প্রতিশোধ কথা।

পঞ্চম অধ্যায়

মহাভারতীয় প্রতিশোধ ও দ্বান্দ্বিকতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাভারতীয় প্রতিশোধ ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া।

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় মহাকাব্য ও পুরাণে প্রতিশোধস্পৃহার স্বরূপ সন্ধান-

ভারতীয় মহাকাব্য পুরাণে প্রতিশোধস্পৃহার বিষয়টি বিষামৃতে মিশ্রিত জীবনের প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতে দৈব - দানবীয় ও মানবিক পটভূমিতে প্রতিশোধস্পৃহার প্রসঙ্গটি নানা রূপ ও স্বরূপে প্রকাশিত। তার-ই সঙ্গে পুরানগুলিতেও দেবতা ও দানবের দ্বান্দ্বিক পটাভূমিতে প্রতিশোধের অগ্নিময় বার্তা প্রচারিত । আবার এই প্রতিশোধের আগুন শুধু দেব ও দানব সমাজেই নয়, মানব সমাজকেও বারবার দগ্ধ করেছে। আমাদের মহাকাব্য পুরান তার-ই জীবন্ত দলিল রূপে মানব সভ্যতার বুকে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা মহাকাব্যে প্রতিশোধ প্রসঙ্গ

প্রতিশোধ সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে প্রতিশোধ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম প্রতিশোধের সংজ্ঞা জানতে হবে অর্থাৎ প্রতিশোধ কাকে বলে। প্রতিশোধ এর মূল শব্দ শোধ যার অর্থ প্রাপ্যর প্রত্যার্পন অর্থাৎ যেটা পেয়েছি সেটা আবার ফিরিয়ে দেওয়া। মূল শব্দ শোধ এর সঙ্গে উপসর্গ প্রতি যোগে প্রতিশোধ শব্দটির সৃষ্টি । প্রতি হিংসা, প্রতিবিধান, প্রতিশোধ, ন্যায় শাস্ত্রের অনুপালন না করে বা অবজ্ঞা করে করা হয়। জনৈক সমালোচক এর মতে প্রতিশোধের অর্থ প্রতিফল বা শাস্তি দেওয়া যা কৃত অন্যায় কর্মের জন্য অন্যায়কারীকে দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তি বা কোন প্রাণী বা কোন গোষ্ঠীর অন্যায় ,অপমান, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রোধ ,কোনো কুকর্ম, বা কোন কটুক্তি থেকে রাগ বা ক্রোধের জন্ম নেয়। সেখান থেকে প্রতিহিংসা প্রবণতা দেখা দেয় যার ফলে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। প্রতিশোধ ন্যায়বিচার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়। এর পেছনে এক শক্তিশালী শক্তি কাজ করে যা প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষাকে কার্যকর করে মানসিক সন্তুষ্টি প্রদান করে।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাভারত ও প্রতিশোধ প্রসঙ্গ

১. মুনি ঋষি কর্তৃক প্রতিশোধস্পৃহা।

ক. ভৃগুমুনি

২. গুরু কর্তৃক প্রতিশোধস্পৃহা।

ক. দ্রোণাচার্য

৩. স্বর্গের দেবতা কর্তৃক প্রতিশোধস্পৃহা।

ক. ইন্দ্র

৪. মানব কর্তৃক প্রতিশোধস্পৃহা।

ক. ভীম খ. গান্ধারী

৫ মানবেতর প্রাণী কর্তৃক প্রতিশোধস্পৃহা।

ক. সর্প

গবেষণা চলাকালীন এরকম আরো অনেক প্রতিশোধাত্মক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাভারতীয় চরিত্র ও প্রতিশোধ কথা :

ক. অগ্নিদেবের প্রতি মহামুনি ভৃগুর প্রতিশোধ গ্রহণ।

মহাভারতের শুরুতেই সর্বপ্রথম যে প্রতিশোধ এর ঘটনা আমরা লক্ষ্য করি সেটি পঞ্চতত্ত্বের সর্বপ্রথম তত্ত্ব অগ্নিদেবের। অগ্নিদেবকে মহামুনি ভৃগু ক্রোধান্বিত হয়ে প্রতিশোধ স্বরূপ সর্বভুক হওয়ার অভিশাপ দেন। ভৃগুর স্ত্রী পুলোমা গর্ভবতী অবস্থায় ভৃগুর অনুপস্থিতিতে কামুক চিত্ত এক দৈত্য ভৃগুগৃহে প্রবেশ করে যে দৈত্যটির সঙ্গে পুলোমার পূর্বে বিবাহ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে ভাগ্যচক্রে ভৃগুর সঙ্গে পুলোমার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ক্রমে পুলোমা গর্ভবতী হয়। কোন একদিন ভৃগু স্নানের জন্য স্ত্রীকে একা রেখে গেলে সেই সুযোগে কামোন্মত্ত দৈত্য পুলোমাকে হরণ করতে উদ্যত হয়। পুলোমা অস্বীকৃত হলে দৈত্য গৃহস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রশ্ন করে--

" মিথ্যা না কহিও তুমি কহ সত্যবাণী।

ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী।।"

দৈত্যের কথায় বৈশ্বানর উভয় সংকটে পড়ে যায় । কারণ দৈত্যের অনুকূলে কথা বললে ব্রাহ্মণের কোপে পড়বে তাই সুচিন্তিতভাবে বলে বৈধত তোমার স্ত্রী হলেও যেহেতু ব্রাহ্মণ পুলোমাকে বিবাহ করেছে তাই সে এখন তারই স্ত্রী একথা শুনে দৈত্য পুলোমাকে হরণ করে নিয়ে যায়। পথিমধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত পুলোমা পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় জন্মের পরই দ্বিতীয় সূর্যের মতো শক্তিমান ও তেজস্বী সেই পুত্র দৈত্যকে ভস্ম করে জননীকে রক্ষা করে। ব্রহ্মা পুলোমা ও তার সন্তানকে নির্বিঘ্নে গৃহে পৌঁছে দেন। স্নানান্তে ভৃগু গৃহে এসে বিবশমনা পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করেন কি কারনে সে এত দুঃখিত। পুলোমা আদ্যপ্রান্ত ঘটনার বিবরণ দিলে ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে বৈশ্বানরকে সর্বভুক হওয়ার অভিশাপ দেন। অগ্নি সত্য বলার পরেও অনুচিত শাপের কারণে স্বর্গে ব্রহ্মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে ব্রহ্মা বলেন অগ্নি যা কিছু স্পর্শ করবে, সকলি শুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন অগ্নি আবার তার জায়গায় ফিরে আসে।

তাই কাম এবং ক্রোধকে কখনোই প্রশমিত করা উচিত নয়।

খ. দেবগুরু বৃহস্পতি পুত্র কচ এবং দৈত্যাচার্য শুক্রকন্যা দেবযানীর পরস্পর অভিশাপ প্রদান ।

দেবতা ও অসুরের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ সংঘর্ষ লেগেই থাকতো। এরকম অনেক কাহিনী মহাভারতের পাতায় স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে তারা নিজেদের হিতার্থে নিজে নিজে পুরোহিত নিযুক্ত করেন বৃহস্পতি হলেন দেবতাদের গুরু তথা পুরোহিত। আর দৈত্য বা অসুরদের পুরোহিত হন ভৃগুপুত্র শুক্র । এখন দেবতারা যুদ্ধে যত দৈত্য বধ

করেন শুক্রাচার্যের শক্তিশালী মন্ত্রবলে মৃত দৈত্যগণ পুন:জীবন প্রাপ্ত করে। যুদ্ধে দেবতাদের মধ্যে যারা মারা যায় দেবগুরু বৃহস্পতি তাদের পুন:জীবিত করতে পারতেন না। ফলে দেবতারা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এর উপায় খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে স্থির হল বৃহস্পতি পুত্র তরুণ সুদর্শন কলা বিদ্যায় পারদর্শী যুবক কচ শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে এই সঞ্জীবনী মন্ত্র রপ্ত করে আসবে। আর এটাও বললেন শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী কে কচ যদি মুগ্ধ করতে পারেন তাহলে তার শিক্ষা গ্রহণ অনেকটাই সহজলভ্য হবে। যথারীতি কচ শুক্রাচার্যের দরবারে শিষ্যত্ব কামনা করলে তিনি কচ কে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন । সুদীর্ঘ সময় ধরে কচ গুরু ও গুরু কন্যার সেবা করে। ক্রমে গুরু কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এইভাবে পাঁচশো বছর কেটে যায়। এমন সময় কচ দানবদের ক্রোধানলে পড়লেন। তারা অনুমান করে কচ শুক্রাচার্যের কাছ থেকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষার জন্যই এসেছে। কচ গুরুগৃহে বাকি সমস্ত কাজের সঙ্গে গোচারণেও যেত।সেই সুযোগে দানব গণ তাকে টুকরো টুকরো করে বাঘকে খাইয়ে দেয়। দেবযানীর অনুরোধে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করে শুকরাচার্য কচকে পুন:জীবিত করেন। দ্বিতীয়বারও একইভাবে কচকে বাঁচিয়ে নেয়। তৃতীয়বার দানবরা এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় এবার কচ ফুল আনতে গেলে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে সেই ভস্ম বারুনীর সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকে পান করিয়ে দেয়। এবারও দেবযানীর অনুরোধে কচকে শুক্রাচার্য বলেন সে সুযোগ্য পুত্রের মতো তার পেট থেকে বেরিয়ে এসে সঞ্জীবনী প্রয়োগ করে তাকে পুনরায় জীবিত করার জন্য । শুক্রাচার্যের পরামর্শ মত তাই করা হলো। কচ পিতা স্বরূপ শুক্রাচার্যের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন। সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে শুক্রাচার্য তাকে স্বর্গে যাবার আদেশ দেন। কিন্তু দেবযানী কচের সম্মুখে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো যেহেতু কচের পুনর্জন্ম শুক্রাচার্যের পেট থেকে তাই ধর্মানুসারে কচ তার পুত্র আর দেবযানী তার ভগ্নি। কচ যখন কিছুতেই এ বিবাহে রাজি হলেন না তখন দেবযানী অভিশাপ দেয় এতদিনের সাধনার ফল সঞ্জীবনী মন্ত্র তার নিজের জন্য সিদ্ধ হবে না। এ কথা শুনে কচ বললেন - "তুমি ধর্মানুসারে নয় , কামবশত শাপ দিয়েছো। তোমার কামনা কখনো পূর্ণ হবে না । কোন ব্রাহ্মণ কুমার তোমার পানিগ্রহণ করবেন না। আমার বিদ্যা সফল না হলে কি হবে আমি যাকে শেখাবো তার বিদ্যা তো সফল হবে ।" একথা বলে কচ স্বর্গে গেলেন দেব গুরু বৃহস্পতি অভিনন্দন জানিয়ে যজ্ঞের হোতা করলেন এবং যশস্বী হওয়ার বর দিলেন।

এইভাবে অভিশাপ ও প্রতিশাপের মধ্য দিয়ে দেবযানীর প্রেমের অবসান ঘটে, কচের ত্যাগের মধ্য দিয়ে সুবৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় যা আধুনিক যুগের মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধিকরণের বটিকাস্বরূপ । বর্তমান যুগে যেখানে অধিকাংশ মানুষের প্রেমের মূল্য ধোঁকা , খুন, ধর্ষণ, প্রেমকে মাপা হয় অর্থের দাঁড়িপাল্লায়। সেখানে কচ পুরুষ সমাজের পক্ষ থেকে এক নিষ্কাম প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গ. জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞের মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ।

একদা মৃগয়া করতে গিয়ে রাজা পরীক্ষিত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে তার শিকারের হরিণটি ও দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। এরপর রাজা এক আশ্রমে ধ্যান মগ্ন এক মুনিকে দেখেন যার নাম শমিক মুনি। রাজা মুনির কাছে তৃষ্ণার জল পার্থনা করলে মুনি কোন উত্তর দেয় না সে কারণে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে একটি মৃত সাপ মুনির গলায় জড়িয়ে দিয়ে চলে যান কিছু পরে মুনিপুত্র শৃঙ্গী এসে এ দৃশ্য দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিলেন যে আমার বৃদ্ধ পিতাকে এরূপ অবমাননা করেছে সে সাত দিনের মধ্যেই তক্ষক নাগ এর দংশনে প্রাণ হারাবে । একথা শুনে রাজা গভীর সুরক্ষার মধ্যে থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হয়। এরপর প্রতিশোধস্পৃহা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয় সর্প যজ্ঞ করেন। ফলস্বরূপ অনেক নিরীহ নিরপরাধ সর্প প্রাণ হারায়। যদিও আস্তিক মুনির চেষ্টায় তক্ষকের প্রাণ রক্ষা হয়।

এই যে উত্তরোত্তর প্রতিশোধ প্রবণতা এর ফল কখনোই ভালো হয় না। তাই ক্রোধকে সংবরণ করা উচিত না হলে সে অগ্নির থেকেও ভয়ংকর পরিনাম নিয়ে আসে।

ঘ. ভীম কর্তৃক দুর্যোধন ও দুঃশাসনের প্রতিশোধ।

মহাভারতে বর্ণিত কুরু -পাণ্ডবদের মধ্যে অনেক বার যুদ্ধ সংঘটিত হয় যার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্যতম । ধৃতরাষ্ট্রের সভাগৃহে দূতক্রীড়ার সময় দুর্যোধনের প্রতিনিধি হয়ে মাতুল শকুনি পাশা খেলেন। এতে যুধিষ্ঠির যতবার বাজি রাখেন শকুনির কপট পাশার চালে তার ধনরত্ন , ভূসম্পত্তি একে একে সবই জিতে নেয়।এরপর যুধিষ্ঠির নিজের ভাইদের বাজি রাখেন পরে নিজেকে, তারপর দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন কিন্তু শকুনি জয়ী হয়। দুর্যোধনের আদেশে দ্রৌপদী দুতসভায় আসতে রাজি হলেন না । তখন অহংকারী দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করে সভায় নিয়ে আসে। এরপর তার বস্ত্র আকর্ষণ করতে লাগলে আর্ত , নিঃস্বহায় দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে তাঁর কৃপায় তার লজ্জা নিবারণ হয়। পান্ডবেরা এতে চরম অপমানিত বোধ করে এবং ভীম এই সভায় দাঁড়িয়ে সকলের সম্মুখে এক ভীষন প্রতিজ্ঞা করে যে সে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করবে। আর দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবে গদার আঘাতে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম শানিত অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে দুঃশাসনের বুক চিরে পান করল উষ্ণ রক্ত। আর গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঈর্ষার আগুনে কত বীর যোদ্ধা প্রাণ হারায়। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে কৌরব বংশ ধ্বংস হয় যে কারণে গান্ধারীর অভিশাপে যদু বংশ ধ্বংস হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে এরকম আরো অনেক বিশ্লেষণাত্মক ঘটনার মাধ্যমে গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মহাভারতীয় প্রতিশোধ ও দ্বান্দ্বিকতা।

বাংলা মহাভারতের মহাপ্রাঙ্গনে প্রতিশোধ ও তার পরিনামকে নিয়ে চরিত্রের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক জীবন রূপ ফুটে উঠেছে তার বৈচিত্র্য অনুপম ও অসামান্য। সেই রূপগুলি নিয়ে মানবমনের যে গহন স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাই এখানে আলোচনা করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাভারতীয় প্রতিশোধ ও তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া।

আধুনিক যুগে মানুষের ব্যস্ততাময় জীবনে সময়ের বড় অভাব। আগের দিনের দিদিমা ঠাকুমাদের মতো বাড়ির কাজের অবসরে, গ্রীষ্মের দুপুরে, শীতের রোদে, কিংবা সন্ধ্যায়, রামায়ণ মহাভারত পড়ার বা শোনার মতো সময় আজ আর নেই বললেই চলে। যদিও দুরভাষ ও দূরদর্শনের মাধ্যমে সবকিছুই বড় দৃষ্টিনন্দন করে সম্প্রচার করে তুলে ধরা হচ্ছে তবুও এই বিশাল একটি কাব্যের বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রতিশোধস্পৃহা ও তার পরিণাম এর কিছু কিছু ঘটনা ও তথ্য যদি জনমানসে তুলে ধরা যায় যেগুলি আজকের দিনে সমাজের কাছে বিশেষভাবে উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। তাহলে আমার মনে হয় সমাজের কিছু মানুষ অন্তত উপকৃত হতে পারে। আজকের দিনে বর্তমান পরিস্থিতি বড় সংকটময় চারিদিকে লড়াই, হিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ লেগেই আছে। সকালের খবরের কাগজ থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত যে খবরগুলি পাই তার অধিকাংশই খুবই বিষাদময়। হত্যা ,খুন ,ধর্ষণ ও অবিচারের অন্ত নেই। আজও সেই একই ভৌগোলিক অংশ নিয়েই নয় জল, জমি, নদী, পাহাড় এমনকি আকাশ নিয়েও যুদ্ধ চলছে দেশে- দেশে, ঘরে- ঘরে, ভাইয়ে -ভাইয়ে, লড়াইয়ের শেষ নেই তার সঙ্গে রয়েছে প্রতিশোধ নেবার অদম্য ইচ্ছা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আজ মানুষ প্রতিনিয়ত নিজের মনের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলেছে। এ যুদ্ধের যেন কোন শেষ নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে এ গবেষণা কর্মটি আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক আর এর প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা কতখানি তা এই গবেষণা পত্রটি দেখাতে সক্ষম হবে বলে আশা রাখছি।

উপসংহার

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট ধারণা করা যায় যে আজকের দিনে মানুষকে অনেক সজাগ ও সচেতন হওয়া দরকার। আমি এই সচেতনতার জন্যই উক্ত গবেষণা কর্মটি চয়ন করেছি। আশা রাখছি এটি জনমানসের সচেতনতা কিছুটা হলেও জাগ্রত করতে সক্ষম হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এটি জীবনের কঠিন বাস্তব সত্যকে জনমানসে তুলে ধরার এক অনন্য প্রয়াস।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. বাল্মিকীর রামায়ণ, গীতা প্রেস।

২. মূল মহাভারত, কাশীরাম দাশ।

৩. রামায়ণ, কৃত্তিবাস ওঝা।

সহায়ক গ্রন্থ

১. সংক্ষিপ্ত মহাভারত, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।

২. পুরাণকোষ , নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী।

৩. মহাভারতের অষ্টাদশী, নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী।

৪. সংস্কৃতিকী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৫. পৌরাণিক অভিধান, সুধীর কুমার দাশগুপ্ত।

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ২-খন্ড।

৭. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ ও ২খন্ড, ভূদেব চৌধুরী।

৯. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র-পত্রিকা

১. কোরক।
২. দেশ।
৩. প্রতিভাস।